

হাদিস তাফসীর - “... বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম, এবং এরপর এর উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকো”

সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ আস- সাকাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ “আমি একবার রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে বললাম, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম), আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি চূড়ান্ত কথা বলুন যে সম্পর্কে আমার আপনার পরে (অন্য বর্ণনায় রয়েছে - ‘আপনি ছাড়া’) আর কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।’ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম, এবং এরপর এর উপর ইস্তিকামা অবলম্বন করো (দৃঢ় ও অবিচল থাকো)।’ ”

(মুসলিম - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৬২/৩৮; মুসনাদে আহমাদ - হাদিস ২/৪১৩)

হাদিসটির ব্যাখ্যা

সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ আস- সাকাফি (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যা জানতে চেয়েছিলেন - “ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম), আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি চূড়ান্ত কথা বলুন যে সম্পর্কে আমার আপনার পরে (অন্য বর্ণনায় রয়েছে - ‘আপনি ছাড়া’) আর কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।” এর অর্থ হল, তিনি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে থেকে এমন একটি ব্যাপক উপদেশ জানতে চেয়েছিলেন, যাতে করে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরে তার আর কারো কাছে জানার প্রয়োজন না হয়।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, “বল - আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম, এবং এরপর এর উপর ইস্তিকামা অবলম্বন করো (দৃঢ় ও অবিচল থাকো)।”

এ হাদিসটি পাওয়া যায় আল্লাহর এ পবিত্র বাণী থেকে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۳۰)

“নিঃসন্দেহে, যারা বলে ‘আমাদের রব (একমাত্র) আল্লাহ’, অতঃপর তারা ইস্তিকামা (আল্লাহ যেসব কাজ হারাম করেছেন তা থেকে বিরত এবং যেসব কাজ আদেশ করেছেন সেগুলো মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা) অবলম্বন করে, তাদের কাছে (তাদের মৃত্যুর সময়) ফেরেশতারা নাযিল হয়ে বলবে, ‘ভয় পেয়ো না, দুঃখও করো না ! সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার ব্যাপারে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো।’ ”

(সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۳) أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۴)

“নিঃসন্দেহে, যারা বলে ‘আমাদের রব (একমাত্র) আল্লাহ’, অতঃপর তারা ইস্তিকামা (আল্লাহ যেসব কাজ হারাম করেছেন তা থেকে বিরত এবং যেসব কাজ আদেশ করেছেন সেগুলো মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা) অবলম্বন করে, না তারা ভয় পাবে অথবা দুঃখ পাবে (পরকালে)। তারাই হবে জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, এ হচ্ছে তাদের সেই কাজের পুরস্কার যা তারা (দুনিয়ায়) করে এসেছে।”
(সূরা আল আহকাফ, ৪৬ : ১৩-১৪)

فَأَسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۱২)

“অতএব (হে নবী), তোমাকে যেমনি করে (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার) আদেশ দেওয়া হয়েছে তুমি ইস্তিকামা অবলম্বন করো, তোমার সাথে যারা (তাওবা করে) ফিরে এসেছে তারাও, তোমরা কখনো সীমালঙ্ঘন করো না, তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ অবশ্যই তার সবকিছু দেখছেন।” (সূরা হুদ, ১১ : ১১২)

আল্লাহ তার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এবং সাহাবীদেরকে ইস্তিকামা অবলম্বন করার (দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার) এবং সীমালঙ্ঘন না করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি তাদের সব কাজের খবর জানেন। আল্লাহ আরও বলেছেন,

فَلَذَلِكَ فَادُعٌ ۖ وَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ

“অতএব (হে নবী), তুমি (মানুষদের) এ (দ্বীনের) দিকে ডাকতে থাকো, তোমাকে যেভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবেই এর উপর ইস্তিকামা অবলম্বন করো, ওদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না ...” (সূরা আশ শুরা, ৪২ : ১৫)

কাতাদাহ বলেন, “রাসুল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাওহীদের উপর ইস্তিকামা অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হয়েছিলো।”

আল্লাহ আরও বলেছেন,

فُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ
لِّلْمُشْرِكِينَ (٦)

“(হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, কিন্তু আমার উপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের মাবুদ হচ্ছে একজন, অতএব তোমরা ইস্তিকামা অবলম্বন করো এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো।” (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৬)

ইস্তিকামা'র (দৃঢ় অবিচল থাকা) সংজ্ঞা

ইস্তিকামা বলতে বুঝায় সঠিক পথ থেকে ন্যূনতম বিচ্যুতি না ঘটিয়েই এই পথ আঁকড়িয়ে ধরে থাকা। সৎ কর্ম করা (গোপনে বা প্রকাশ্যে) এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ইস্তিকামার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই দৃঢ় থাকার উপদেশের মধ্যে দ্বীনের সকল ভাল বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত হল।

আল্লাহর বানীঃ “অতএব তোমরা ইস্তিকামা অবলম্বন করো এবং তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো” – এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে, একজন ব্যক্তির ইস্তিকামার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকতে পারে। এ কারণে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য যাতে করে ব্যক্তির ইস্তিকামা পরিপূর্ণ হতে পারে। এখানে বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাঃ) কে যা বলেছিলেন তার মতো – “যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো এবং পাপ কাজ হয়ে গেলে সৎ কর্ম করো, যা তোমার সেই পাপ কাজকে মুছে দিবে।” (তিরমিযি - কিতাব আল বির ওয়াস সিলাহ, হাদিস ১৯৮৭; তিনি বলেছেন যে হাদিসটি নির্ভরযোগ্য হাদিস)

পূর্ণাঙ্গ ইস্তিকামা ও নিকটবর্তী (কাছাকাছি) ইস্তিকামা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “দৃঢ় অবিচল থাকো এবং নির্ভুল হওয়ার চেষ্টা করো।” (বুখারি - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৩৯; মুসলিম - কিতাব সিফাত আল মুনাফিকিন, হাদিস ২৮১৬)

ইস্তিকামা বলতে বুঝায় কথা, কর্ম ও নিয়ত উত্তমরূপে করা।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী (রাঃ) কে আদেশ করেছিলেন আল্লাহর কাছে হিদায়াত ও ইস্তিকামার ব্যাপারে দুয়া করার জন্য। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, “মনে রাখবে, ইস্তিকামা হল নিখুঁতভাবে তীর নিষ্ক্ষেপের মতো, আর হিদায়াত হল সঠিক পথটি গ্রহণ করার মতো।” (মুসলিম - কিতাবুয যিকর ওয়াদ দুয়া, হাদিস ৭৮/২৭২৫)

নিকটবর্তী ইস্তিকামা হল পূর্ণাঙ্গ ইস্তিকামার জন্য প্রচেষ্টা করা, কিন্তু ব্যক্তি সেটা করতে পারে না। ব্যক্তির উচিত ইস্তিকামা অবলম্বনের ব্যাপারে নিয়ত রাখা। ব্যক্তি কখনো পূর্ণাঙ্গ ইস্তিকামা অবলম্বন করতে সক্ষম নয়, এর প্রমাণ হল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসঃ

“হে লোকসকল, তোমরা আমার সব আদেশই সম্পাদন বা বহন করতে পারবে না। তবুও তোমরা ইস্তিকামা অবলম্বন করতে থাকো এবং নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করো।” (আবু দাউদ - কিতাব আস সালাহ, হাদিস ১০৯৬; মুসনাদে আহমাদ - হাদিস ৪/২১২; ইবন খুযাইমাহ তার সাহিহ (১৪৫২) তেও বর্ণনা করেছেন)

এর অর্থ হল, ব্যক্তির উচিত নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করা, কারণ কেউই পরিপূর্ণভাবে ইস্তিকামা অবলম্বন করতে পারবে না।

ইস্তিকামার সারমর্ম

ইস্তিকামার সারমর্ম হল, আল্লাহর একত্ববাদের উপর অন্তরকে ইস্তিকামা অবলম্বন করতে হবে; যেমনটি আবু বকর আস সিদ্দিক (রাঃ) এবং অন্যান্যরা আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছেন -

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۳)

“নিঃসন্দেহে, যারা বলে ‘আমাদের রব (একমাত্র) আল্লাহ’, অতঃপর তারা ইস্তিকামা (আল্লাহ যেসব কাজ হারাম করেছেন তা থেকে বিরত এবং যেসব কাজ আদেশ করেছেন সেগুলো মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা) অবলম্বন করে ...” (সূরা আল আহকাফ, ৪৬ : ১৩)

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিবে না। একবার যদি অন্তর আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করে, তাকে ভয় করে, ভালবাসে, সম্মান করে, তাকে ডাকে, তার সম্পর্কে আশা করে এবং তার প্রতি ভরসা রাখে; তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করবে না। অন্তর হল সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা যেখানে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সৈনিক। রাজা যদি একবার দৃঢ় অবিচল হয়ে যায়, তবে তার সৈন্যরা ও অধিনস্তরা তার অনুসরণ করবে এবং ঠিক তার মতো হয়ে পড়বে।

ইস্তিকামার ব্যাপারে অন্তরের পর একজন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল তার জিহবা, কারণ অন্তর যা লুকিয়ে রাখে এটি তা প্রকাশ করে। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবীদের ইস্তিকামার ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার পর তিনি তাদেরকে জিহবার ব্যাপারে ইস্তিকামার আদেশ দিয়েছিলেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ব্যক্তির ঈমান অবিচল হবে না যদি না তার অন্তর দৃঢ় অবিচল হয়। তার অন্তর দৃঢ় অবিচল হবে না যদি না তার জিহবা দৃঢ় অবিচল হয়।” (মুসনাদে আহমাদ - হাদিস ৩/১৯৮)

আবু সাই'দ আল খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “সকালে প্রত্যেক মানুষের অঙ্গগুলো জিহ্বাকে উপদেশ দেয় এবং বলে, ‘আল্লাহকে ভয় করো। তুমি যদি অবিচল থাকো তবে আমরাও অবিচল থাকবো। যদি তুমি পথভ্রষ্ট হও তবে আমরাও পথভ্রষ্ট হবো।’ ” (তিরমিযি - কিতাবুয যুহদ, হাদিস ২৪০৭)

হাদিসের তাফসীরটি ইমাম ইবন রজব এর কিতাব জামি' আল ' উলুম ওয়াল হিকাম এর ইংলিশ ভার্সন থেকে ট্রান্সলেশন করা হয়েছে।

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামিক টেক্সটের অনুবাদ (ইংলিশ- বাংলা) পেতে সাবস্ক্রাইব করুন [আমাদের ব্লগে](#) আর সংযুক্ত থাকুন [আমাদের ফেইসবুক পেইজের](#) সাথে।